আমাদের গান : ৩৪

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ছাত্রাবাস)

১৮, যদুলাল মল্লিক রোড

কলিকাতা-৬

আমাদের গান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ছাত্রাবাস)
১৮, যদুলাল মল্লিক রোড,
কলিকাতা-৬
ফোন : জোড়াসাঁকো—৫৫৪১

সঙ্কলক ও প্রকাশক :
শ্রীঅনিলশেখর মণ্ডল

মুদ্রক :—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে—এক্সপ্রেস প্রিন্টার্স লিঃ
২০ এ গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা (১—১৬ পাতা)
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল—শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭বি গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডল—নব গৌরাঙ্গ প্রেস
১০৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯

দাম ৬০ আনা

আশ্রমাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক

নিবেদন

আমাদের দৈনন্দিন উপাসনায় ও বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে যে গানগুলি গাওয়া হয়, সে গুলি ভিন্ন ভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করে এতদিনে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হল।

গানগুলির সাথে আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হোক, তাদের ভাব ও ভাষা, সুর ও ছন্দ আমাদের জীবনের তালেতালে ঝঙ্কৃত হোক—সঙ্কলনের ইহাই অনন্য উদ্দেশ্য।

যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে তাঁদের সকলকেই আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্সের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে ও ভারতী প্রেসের শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়কে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশও যথেষ্ট নয়। ইতি—

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
১৮, যদুলাল মল্লিক রোড,
কলিকাতা-৬
১লা বৈশাখ ১৩৫৯

বিনীত
প্রকাশক ও সঙ্কলক

—সূচীপত্র—

(বিঃ দ্রঃ—গানগুলি বর্ণানুক্রমে সাজান)

যাঁরা এই বই মুদ্রনে সাহায্য করেছেন :—

এক্সপ্রেস্ প্রিণ্টার্স

ভারতী প্রেস

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

শ্রীঅনিল গুপ্ত—প্রকাশক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

শ্রীচন্দ্রমোহন মণ্ডল, জমিদার

বৈদিক শান্তিবচন

৭|১০|৭

এক—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচন (১)

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচন (২)

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু তদ্বারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শুক্লযজুর্বেদীয় শান্তিবচন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আচার্য্যানুশাসন (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

—একাদশ অনুবাক্

সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথযদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথাতেত্র বর্ত্তেরন্। তথা তেযুবর্ত্তেথা। এষ আদেশঃ। এষঃ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এব মুচৈতদুপাস্যম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শ্রীগুরু স্তবাষ্টক

গৌড় সারঙ্গ—ঠুংরী

ভবসাগর তারণ কারণ হে, রবিনন্দনবন্ধনখণ্ডনহে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

হৃদিকন্দরতামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণুপ্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদভণে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

কুলকুণ্ডলিনীঘুমভঞ্জক হে, হৃদিগ্রন্থিবিদারণ কারক হে,
মমমানস চঞ্চলরাত্রদিনে, গুরুদেবদয়াকরদীনজনে ॥

রিপুসূদনমঙ্গলনায়ক হে, সুখশান্তিবরাভয় দায়ক হে,
ত্রয়তাপহরে তব নামগুণে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে, গতিহীনজনে তুমি রক্ষক হে,
চিতশঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

তবনাম সদা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরোগবিকার বিনাশক হে,
মনযেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীশ্রীশিব সংগীত

শিবাষ্টক স্তোত্রম্

প্রভুমীশমনীশমশেষ-গুণং, গুণহীনমহীশগরাভরণম্ ।
রণনির্জ্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম ॥

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং, তনুনিন্দিত রাজিত কোটীবিধুম্ ।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটং, কটিলম্বিতসুন্দর কৃত্তিপটম্ ।
সুর-শৈবলিনীকৃত-পূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

নয়নত্রয় ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিত কোটিবিধুম্ ।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

বৃষরাজনিকেতন মাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্ ।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

মকরধ্বজ মত্তমাতঙ্গহরং, করিচর্মগনাগ বিবোধকরম্ ।
বরমার্গণ শূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

জগদুদ্ভব পালন নাশকরং, ত্রিদিবেশশিরোমণি ঘৃষ্টপদম্ ।
প্রিয়মানব সাধু জনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

অনাথং সুদীনং বিভোবিশ্বনাথ, পুনর্জন্মদুঃখাৎপরিত্রাহিশম্ভো ।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

—শঙ্করাচার্য্য

—০—

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

গৌরাঙ্গ অরধাঙ্গ গঙ্গাতরঙ্গে যোগীমহাযোগ কাল্পরাজে।
বাঘছালমুণ্ডমাল, শশীভালকরতাল তাঁডেকডিমি
ডিমিক ডিমি ডমরুবাজে॥
অম্বর বাঘাম্বর দিগম্বর জটাজুট ফণিধর ভুজঙ্গেশ অঙ্গ বিভূতিছাজে।
বাণীবিলাসতুয়া ধাতাবিধাতা, যাতা সকল দুখ সদাশিব বিরাজে॥

কেদারা—কাওয়ালী

জয় শিব শঙ্কর হরত্রিপুরারী, পাশী পশুপতি পিণাক ধারী।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, সাধক জনগন মানস বিহারী॥
ত্রিলোক পালক ত্রিলোকনাশক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষ বিধায়ক।
করুণানয়নে, হের ভকত জনে, লয়েছি শরণ চরণে তোমারি॥
—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

ভৈরব—ত্রিতাল

জাগো পিনাকধারী।
নাচ আনন্দে প্রলয়েরিছন্দে, নাশ অসুরে ত্রিপুরারী॥
রুদ্র জাগো মম জীবনে মন্দ্রিত কর রণ বিষাণে।
প্রাণ দিব তোমারি রণে, ক্লৈব্য-শঙ্কা পরিহরি॥
ঐ যে ডাকিছে রণে সবারে, কে আজ পালাবে ভয়ে দূরে।
গাব নব জীবনের গান, প্রাণপণ হব আগুয়ান॥
দানব শাসন অবসান করিব অশিব নিবারি’॥
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বসন্ত—তেওরা

ডমরুহর করে বাজে বাজে।
ত্রিশূল-ধর-অঙ্গ ভসমভূষণ ব্যালমালা গলে বিরাজে॥
পঞ্চবদন পিণাকধর শিব, বৃষভবাহনভূতনাথ,
রুণ্ডমুণ্ড গলেবিরাজিত অজর অমর দিগম্বররে॥

—বিহারীলাল দুবে

কর্ণাটী—একতালা

তাথৈয়াতাথৈয়ানাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডমরুবাজে, দুলিছে কপালমাল॥
গরজেগঙ্গাজটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূলরাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

মিশ্র—একতালা

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে'
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তাধারায়, উন্মাদিনী দিশাহারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গ দল উঠলো দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে।
শুনিয়ে দিল অভয় বানী ঘর ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথী হোল আপন সাথে,
সবহারা সে সব পেল তার কূলেকূলে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভবভয় ভঞ্জন,
মৃত্যুঞ্জয় মদন দমন, মরণজনম নিবারণ॥
চরনসরোজে নবারুনছটা, তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা,
শার্দ্দুলছালেকটিতট আঁটা যোগীজনমনমোহন॥
গলেহাড়মালা দলদল দোলে, বব বব বম্ বাজে ঘন গালে,
বাজায়ে ডমরুনাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন॥
পন্নগভূষা পিণাকপাণি, ঝলমল ভালে জ্বলে নিশামণি,
কুলুকুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলুঢুলুপ্রেমে দু'নয়ন॥
সৃষ্টিলয়কারী জগত পিতা, জ্ঞানময় প্রেম ভকতিদাতা,
এদীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজে গুণে দাও দরশন॥

—স্বামী তপানন্দ

ছায়ানট মিশ্র—কাওয়ালী

বেলপাতা নেয় মাথাপেতে গাল বাজালে হয় খুসী।
মান অপমান, সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী॥
এততো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বম ভোলা' বোল বলে কেন লওনা যেচে যা খুসী,
যে ফেলে দেছে নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁসই॥

—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

ঝিঁঝিট—একতালা

ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ ভূতগণ সঙ্গে নাচিছে।
সদা কালী কালী কালী ব'লে মধুর ডমরু বাজিছে ॥
শিরেতে শোভিছে জটাজুটফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী,
চরণপ্লাবিয়া ভূধর ধরণী, কুলুকুলু ধ্বনি করিছে ॥
বামেতে শোভিছে ভুবন মাতা, কি কব রূপ কি কব কথা,
চারিপাশে হেমলতা জড়িত জড়িত রয়েছে ॥
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলঢুল,
কালী ধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসিয়া খসিয়া পড়িছে ॥

—প্যারীমোহন কবিরত্ন

শ্রীশ্রীসরস্বতী সংগীত

প্রণাম

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

ইমনকল্যান মিশ্র—একতালা

আবার ভারতে ভারতীর বীণা, ঐ শুন গাহে মধুর তান।
মরণ সুপ্তি মগন পরাণে, আবার করিছে চেতনা দান ॥

এসমা ভারতি বরষের পরে, নিরানন্দ এই আঁধার কুটীরে,
অশ্রু-সলিল-সিক্ত রিক্ত ত্বরিত পূরিত শোকেতে ম্লান,
দৈন্য-বেদনা আছে শুধু মাগো পূজা উপহার করিতে দান ॥
শুভ্র আলোকে পুলকিত করি নিরাশা জড়তা লহ লহ হরি,
এস মা হৃদয়-কমল আসনে সঁপিনু চরণে এ মন প্রাণ,
হুঙ্কার রবে ঝঙ্কারি বীণা শক্তিতে কর অভয় দান।

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মালকোষ—কাওয়ালী

এসো মা এসো মা বীণাপাণী।
এস মাগো এস, হৃদাসনে ব'স, জগজন-মনোমোহ নিবারিণী ॥
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত তামস, চরণ পরশে নাশ গো মা নাশ।
হৃদি শতদলে আবার প্রকাশ, শারদে শুভদে মা সিতবারণী ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বসন্ত—কাওয়ালী

পীযুষ সিঞ্চিত সমীর চঞ্চল কাঞ্চন অঞ্চলদোলেরে।
সংশয়শমন স্মৃতিবিতরণ চরণেজনমন ভোলেরে ॥
চম্পকে অঙ্গুলী করুণ পরশে বীণা পঞ্চমে বোলেরে।
জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, দরশন, শোভে কোমল কোলেরে ॥
শুভ্রহিমগিরি কিরণবিকীরণে, অন্ধ আঁখিযুগ খোলেরে।
মাতিল ত্রিভুবন বাক্যবিধায়িনী, বাণীজয়রব বোলেরে ॥

—রজনীকান্ত সেন

ভৈরবী—একতালা

বাণীচরণারবিন্দে মজ মজ মজ মজরে মন।
জ্বালা জুড়াইবে অমৃতত্ব পাবে হইবে সমূহ বাসনা পূরণ ॥
ঢল ঢল সুধা সিন্ধুসলিলে, হেলিছে দুলিছে আনন্দ হিল্লোলে।
(মায়ের) রাঙ্গাশতদল চরণযুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন ॥
অন্ধমানস দেখিতে না পাও, কি সুখলালসে ইতি উতি ধাও
করপদধ্যান গাও মায়ের গান, কর মধুপান হইয়েমগন।
গর গর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা, হেররে অদূরে বাণীবেদ ধরা
সৌম্য হতে কিবা ছবিসৌম্যতরা, আহা মরি মরি দেখিনি এমন ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা বাহার—তেওরা

বাজাও বাজাও আবার বাজাও, বাজাও বীণা এই ভারতে ;
নাদিত কর আকাশ বাতাস আবার তোমার সেই সুরেতে ॥
যে সুরেতে ঋষিশত সদা সমাহিতচিত ;
সাম গানেতে হতেন রত, ধরার আঁধার মুছাইতে ॥
তুমিই ত মা কোন উষাতে, জ্বালিয়ে ছিলে জ্ঞানের দীপ ;
ছড়িয়ে দিলে প্রেমের আলো, বিশ্বমাঝে দিক্‌বিদিক্।
আজ কেন মা ঘুমিয়ে তবে, বীণা কেন আজ নীরবে
উঠ মাগো মুখ তুলে চাও, ভাসুক জগত তোর আভাতে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারত কাব্য নিকুঞ্জে,—জাগো সুমঙ্গলময়ি মা
মুঞ্জরি'তরু, পিক গাহি,' করুক প্রচারিত মহিমা।
তুলে লহ নীরববীণা, গীত-হীনা অতি দীনা ;—
হের ভারত চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক-মন্ত্রে, জীবিত কর সঞ্জীবন-মন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল চরণ-তলে, যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

—রজনীকান্ত সেন

মঙ্গল ভৈরব—তেতালা

মঙ্গল মুরতি মঙ্গলা আসিল ভুবন ভরিল সুখে।
দুখনিশাকাটিল সুখরবি হাসিল উৎসব ধরণীবুকে ॥
অমঙ্গলযত হ'ল আজি অবসান, মঙ্গলমন্ত্রে জাগিল অবশ প্রাণ।
মঙ্গল শঙ্খ মঙ্গল করে গান অন্তর নাচে পুলকে ॥
মঙ্গল বরষিল মঙ্গলা মা আমার, হৃদি শতদলে আসন কররে তাঁর
পাদ্য অর্ঘ্য দাও পদে উপহার বন্দনা কররে মাকে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আগমনী সঙ্গীত

বেহাগ—জলদ-তেতালা

আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকতবৃন্দ, জবা সচন্দন দিয়ে॥
আনন্দিত নর-নারী, সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে॥
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লসিত হ'য়ে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম ল'য়ে,
পতিত কমলাকান্ত, রহিল চরণ চেয়ে॥

—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালী—একতালা

আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ো সেজে॥
ভরা ভাদরের ভরা নদী কুলু কুলু ছোটে নিরবধি।
সে সুর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দোলনে রে॥

পূরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে,
দিক্‌বালা তায় আলতা গুলেছে রক্ত আকাশ বালে।
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও-রাঙ্গা চরণ ধীর।
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে রে॥

পিলুবাহার—যৎ

(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া ; (তারে) জামাই বলে মান্‌ব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

—রামপ্রসাদ সেন

ভৈরবী—একতালা

(কবে) আলোক লগন আসিবে।
তব পদ পরশে মোর হৃদয়ে রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হবে॥
মনের দেউলে জ্বলিবে বাতি, পঞ্চদীপে হবে তব আরতি
অভয় মঙ্গল শঙ্খ তব বাজিবে অন্তরে বাজিবে॥

ফুলে ফুলে ছড়াবে, তোমারি অঙ্গেরি গন্ধ,
কোকিল কূজনে শুনিব তব মধু সঙ্গীত ছন্দ ;
মুখরিত ধরণীর গুঞ্জরণে, তোমার বাণী শুনিব কানে,
শিহরণে অন্তর মোর, তোমার আগমনী গাবে ॥

সাহানা—যৎ

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই ॥
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে পরে, (বলব) উমা আমার ঘরে নাই ॥
চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
তুই নাকি মা, তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই ॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রসাদ, লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা

কে গো আমার মাকি এলি।
আয় মা মনের কথা বলি (ও মা শোন মা দুটি কথা) ॥
এত দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হয়ে মা মায়ের মত ছেলের কথা শোন মা কালী ॥
দাঁড়া গো মা হৃৎ কমলে, পূজি মানস কুসুম তুলি,
ভক্তি চন্দন মাখাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

করিব সুমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জ্বালি,
পূর্ণাহুতি দিব তাহে 'জয় কালী, জয় কালী' বলি॥
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি॥
—প্রেমিক

মনোহর সাহী—একতালা

গিরি গণেশ আমার শুভকারী
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আন্‌ব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজুট ধারী॥
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি॥
—দাশরথি রায়

সাহানা—ঝাঁপতাল

তুমি তো মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না সে আমা বই॥

ভাঙ্গ খেয়ে মা সদাই আছে থাকতে হয় মা কাছে কাছে
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই ॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই ॥
ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে (ওমা) ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায় গো চলে আপন হারা এমন কই ॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আসোয়ারী—একতালা

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে ॥
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে ॥

মিশ্র আসোয়ারী—একতালা

(আজি) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে ॥
সুর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে;
অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নব জাগরণ স্বরে ॥

সাতরাঙ্গা রবি রামধনু হাতে মরণের বান হানে
সপ্তকোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে।
সপ্ততীর্থ একসাথ হয় হৃদি মন্দির দ্বারে।
তুলে নাও বুকে তারে॥

—গঙ্গানারায়ণ

ইমণ কল্যাণ—দাদ্‌রা

সিংহবাহিনী জননী মোদের দেব সেনাপতি তনয় যাঁর।
সাজে কি মোদের দীনহীন বেশসাজে কি মোদের নয়ন ধার।
সৃষ্টি যাঁহার ইঙ্গিতে গড়ে ইচ্ছাতে হয় স্থিতি ও লয়
তাঁহারি ত ছেলে আমরা সকলে মোদের আবার কিসের ভয়॥
গাওরে আজিকে গাওরে সবাই উচ্চ কণ্ঠে মায়ের জয়।
গগনে পবনে বাজুক সঘনে জয় জয় মহামায়িকী জয়॥
ঐ যে এসেছে জননী মোদের আবার হরিতে ধরার ভার
দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত জনে বিতরিতে পুনঃ স্নেহের ধার।
দুষ্ট দলিতে বিরাজিছে ঐ শানিত কৃপাণ শ্রীকরে তাঁর
যতনে করিছে ভকত পালন জাতিকুল নাহি করি বিচার॥
গাওরে আজিকে গাওরে সবাই উচ্চকণ্ঠে মায়ের জয়
গগনে পবনে বাজুক সঘনে জয় জয় মহামায়িকী জয়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীমাতৃ সংগীত

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে, শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে এম্যকে গৌরি নারায়নি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে, গুণময়ি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত—দীনার্ত্ত—পরিত্রাণ—পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনি,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী॥
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী॥
কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি,
পিয়াও অমৃত শুনাও মধুর কাহিনী,
নিরবধি অবিচারে, কত ভাল-বাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণি॥

বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী ;
করি মাতৃ স্তন্যপান হব বীর বলবান্,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী ॥

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

গৌড় সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার,
ভব ভয় সব দূরে যাবে রে তোমার ॥
অকর্ম্মজনিত ভয় যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার ॥
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারা'লে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার ;
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান,
না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর ॥

মিশ্র—রাগ

আমার মনের কালী অঙ্গে মেখে হলি মা তুই কালী।
তাই বুঝি মা মলিন হলো অমন রূপের ডালি।

অশান্ত এই ছেলের তরে শান্তি বুঝি নেই মা ঘরে
ওমা কেশ এলিয়ে শ্মশানে তুই বেড়াস রাজ তুলালী।
কালো ছেলের মা-বলে তুই আপনি হলি কাল বরণ।
আমার অনুরাগের রং লেগে মা রাঙ্গা হল যুগল চরণ।
এবার মোর অশ্রুজলে মা তোর কালি যাক মা গলে
তোর রূপের দেউল করবো উজল ভক্তি প্রদীপ জ্বালি॥

—প্রণব রায়

পিলু—দাদরা

অমন করে পতির বুকে পা তুলেছ কেমনে।
লজ্জা কি মা হয় না তোমার ধেয়ে বেড়াও শ্মশানে॥
ওমা হররাণী তুমি কুলকামিনী-
কুলে কালি দিয়ে কালী নাচ দিগ্‌বসনে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

পিলু খাম্বাজ—কাওয়ালী

আ মরি আ মরি বামা কে এলো রে রণে।
নাচিয়া নাচিয়া চলে চঞ্চল চরণে॥
নবজলধর কায়, এলো চুল দোলে তায়।
দামিনী খেলিছে হায় লোহিত লোচনে॥

হাসিয়া হাসিয়া নাচে তাথিয়া থিয়া
হিয়ায় লুকায়ে রাখি সাধ হতেছে মনে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আমার নাই আঁধারের ভয়
কালো মায়ের রূপে আলোর ঝরণা ধারা বয় ॥
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা তাইতো কালো আমার শ্যামা
জ্ঞানরূপী শিব চরণে তাঁর লুটিয়ে পড়ে রয় ॥
তোর কাল রূপের পর্দ্দাখানার আড়াল দিয়ে কালী
নিভিয়ে দে মা ত্রিতাপ জ্বালা দহনে জ্বলি ॥
আলোর জ্বালায় জ্বলি যত আঁধার কালী স্নিগ্ধ তত
ঐ শীতলে নেমা তুলে আলোর করি ক্ষয় ॥

—মঃ সুলতান

কীর্ত্তন—একতালা

একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে।
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে ॥
তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা তুমি, বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুরূপ সৃজন-লয় পালনে ॥
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি।
স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি,
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥

তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা, অনুগত জনে কৃপা কল্পলতা,
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভক্তজনে ॥
দুঃখ-দৈন্যহারিণী, চৈতন্যকারিণী, অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দু'খানি
আমি প্রেম-সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারী,
মধু হাসিমাখা মার মুখখানি হেরি
বসে মায়ের কোলে মা মা বলে মাতিব যোগধ্যানে ॥

—স্বামী কৃষ্ণানন্দ

কেদারা—তেতালা

এস ভীমা ভবানী ভৈরব ভামিনী, এস মা, আজি এ শ্মশানে।
এস শোণিতসিক্ত শাণিত অসি নিয়ে, এস মা লোহিত লোচনে ॥
এস অয়ি জননী প্রলয়রূপিণী হয়ে, দৈত্য-দম্ভনাশী বিকট হাসি লয়ে,
খর্পর করে, নরশির ধরে, দামিনী জ্বালিয়া দশনে ॥
নাচ শব-পরে, বাজুক দামামা, নাশ গো অসুরে, মৃত্যুরূপিণী মা
আমি যাব সঙ্গে, মরিতে রঙ্গে, গাহিয়া জয় মা সঘনে ॥

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কেদারা—ধামার

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণে অন্ন দে মা অন্নদে !
সারদে হৃদয়-পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে ॥

ধন্য কাশী শিব ধন্য সুরধুনী অবতীর্ণ।
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভবদে॥
হয়েছে মা ক্ষুধা ব্যাধি দে মা গো সুধা ঔষধি,
অন্তে চরণ সমাধি মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে॥

—মহারাজ রামকৃষ্ণ

জংলা—দাদরা

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি ক'রে
মায়ের নব নব নব রূপে ভুবন মন হরে॥
মা ত আমার নয় রে কল্পনা ঐ দেখ চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
মায়ের স্নেহচক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে॥
হাসিমুখে করে ভুবন আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু আমাদের তরে॥
'আয়রে আয় ও জগৎবাসী! তোরা দেখে যা একবার আসি,
আমাদের জননীর রূপরাশি পরাণ ভরে।
যে দেখেছে সে মজেছে জনমের তরে॥

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

ইমণ কল্যাণ—একতালা

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচাও দৈন্য সাজ॥

তপ্ত কর মা হৃদয় রুধির দূর করি দাও ভীতি অশ্রনীর
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া বিশ্ব-সভার মাঝ ॥
মানুষ আমরা নহি ত মা' হীন তুই যার মা সে কি কভু দীন
তবে কেন মিছে পড়ে থাকা পিছে কেন এ অলীক লাজ।
এসো এসো এসো এসো মা' আমার দশ প্রহরণ ধারিণী
হাস মা অট্ট অট্টহাস্য ভূলোক দ্যুলোক নাদিনী
(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থদ্বন্দ্ব সাধিয়া তোমারি কাজ ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমণ কল্যাণ—একতালা

অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা সন্তান অভয়ার।
বিশ্ব বিজয় অভিযানে মোরা ইঙ্গিতে চলি তাঁর ॥
ত্যাগের বর্ম অঙ্গে মোদের নাহি নাহি ভয় আর মরণের
সেবার শাণিত কৃপাণে আমরা নাশিব অশিবে এ বসুধার ॥
নব জাগ্রত ভারত মাতার সন্তান মোরা উচ্চশির
মুছাব আমরা ধরার কালিমা সঞ্চিত শত শতাব্দীর।
বিবেকানন্দ সেনাপতি ঐ হুঙ্কারে ঘন "মাভৈঃ মাভৈঃ।
সব সন্তান হও আগুয়ান পশ্চাতে ফিরে চেয়োনা আর" ॥
শুনেছি এবার অভয়ার বাণী গেল সংশয় চিত্তের গ্লানি
আর কারে ভয় আর কারে মনি যাই যাই পড়ে রব না আর ॥

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ছায়া খাম্বাজ—একতালা

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা অসি ধরা করালিনী।
(তুমি) ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপ ধারিণী।
(কভু) কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী॥

প্রসাদী—একতালা

কাজ কি মা সামান্য ধনে
(ও কে) কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিলে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা যে ধন দিলেন কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥

রামপ্রসাদ সেন

কানাড়া—ঠুংরী

কার বামা রণে নাচিছে
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে।
একেত নীরদ-কায় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দী-সলিলে যেন জবা ভাসিছে॥

—রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়,
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ভৈরবী—একতালা

জয় জয় জগবন্দিনি।
দেবি, দুঃখহারিণী তারিণী মহেশ-হৃদয় বাসিনী॥

সুরাসুর নর সবার পূজিতা আগমে নিগমে সৃজনকারিণী,
জ্ঞানদা বরদা সুখদা মোক্ষদা তুমি মা অন্নদা জয় পরায়ণী ॥
ভৈরবী ভবানী-নগেন্দ্র নন্দিনী, নাগ-নাগ-পাশা ঘোরনিনাদিনী,
জ্ঞানেন্দ্র উপেন্দ্র যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়া দিবস রজনী ॥
গুরু মুখে শুনি তুমি মা ভবানী, আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে ডাকে মা তোমারে, তাই মা আমি মা বলিয়ে জানি ॥

খাম্বাজ—একতালা

জগত জননী জাগিয়াছে আজি জয় মা তারিণী গাওরে।
বাজাও ডঙ্কা নাহিক শঙ্কা ঘুচে গেছে ভব ভয় রে ॥
নেহারি দানব-নিপীড়িত ধরা দানব-দলনী পাগলের পারা,
মুখে অট্টহাস ত্রিভুবন ত্রাস বুঝিবা সৃষ্টি যায় রে।
ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, গ্রাসিছে দানব কত না রঙ্গে,
রুধির লেগেছে সকল অঙ্গে পদভরে ধরা টলে রে।
দানব নাশিতে অসি-মুণ্ড-ধরা ভকতের তরে বরাভয়-করা
ভীষণ মধুরে অপরূপ তারা হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে ॥

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা—সুরফাঁক্তা

জাগো—
জাগিল জননী আজি জাগো জাগোরে
পরিহরি ভয় লাজ পর সবে রণ সাজ
অরাতি নাশিতে এসো ঐ যে মা ডাকেরে ॥
ভূভার হরিতে হরি দখিণ-শহরে
'জাগো মা' বলিয়া কাঁদে সুরধুনী তীরে
'দৈত্যদলনি জাগো, ভবতারিনি জাগো'
তাই কি জাগিল দেবী দানব নাশিতে রে।
অসুর নাশিনী ভীমা ভৈরব ভবাণী
আসব আবেশে চলে নৃমুণ্ড-মালিনী
লম্ফে ঝম্ফে সদা কম্পিতা ধরণী
হাঃ হা হা হিঃ হিঃ হি হাসিছে সঘনে রে ॥
'মার্ মার্ কাট্ কাট্' ডাকিনী গরজিছে
খল খল খল হাসি দানব গরাসিছে
চন্দ্র সূর্য্য তারা ভয়েতে লুকাল তারা
নাচিছে করালী কালী ঘন কালো আঁধারে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জয়জয়ন্তি—চৌতাল

ত্বং অপারা, বিশ্বসারা, বিশ্বাধারা বিশ্বরঞ্জিনী ;
সর্ব্বভূত-আত্মভূত, সর্ব্ববিভূতি-প্রবিধায়িনী ॥

ত্বং অনল-ক্ষিতি-অনিল, ব্যোম-সলিল-সংরূপিণী,
তুমি অমেয়া মহেশজায়া, ভো অভয়া ভয়বারিণি ॥
বিরাজিতা শব-আসনে, কভু প্রমত্তা আসব পানে,
কভু যুক্তা শিবসনে, শিবে গো শিবানি ;
ওমা ত্রিগুণধারিণী, গুণাতীতা ত্রিনয়নি,
প্রেমিকের ত্রিতাপের তাপ সংহর হরমোহিনি ॥

—প্রেমিক

আড়ানা—একতালা

দানবদলনী জননী মোদের দানবের ভয় কে করে আর।
বাজাও মাদল সন্তান দল কর কর রণ হুহুঙ্কার ॥
মুণ্ডমালিনী মায়েরি তরে অসুরের শির কাটরে কাটরে।
শোণিত-পিয়াসী জননী-অধরে ঢালরে তপ্ত রুধির ধার ॥
জাগিল জননী যুগের উষায় ঐ ডাকে সবে আয় ছুটে আয়।
চির নিপীড়িত আর্ত্ত ধরায় স্বরগ নামিয়া এলো এবার ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ—একতালা

(ওমা) দীনতারিণি তারা।
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মাগো
আর কত দিন রব তোমা ছাড়া ॥

পাঠালি যদি মা এ ভব সংসারে
(কেন) চির পরাধীন করিলি আমারে ;
পরাধীনতার সহেনা যাতনা,
নে মা কোলে তুলে ওমা দুখহরা ॥
—রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

দেহি পদতরণী, জননী।
দিন দিন যায় দিন, আসে মাগো সেই দিন
দিনে রেতে তাই তোরে ডাকি দীনতারিণি ॥
জানিনা কি বলে আমি ডাকিব গো মা তোমায়,
শিখায়েছ মা বলিতে মা বলিয়ে ডাকি তাই,
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়,
চরণে শরণ তাই লয়েছি নিস্তারিণি ॥
সংসার প্রান্তরে শ্মশান বাহিনী কূলে,
এ দীন পথিক বসে বিষয়-পাদপ মূলে,
আসে ঐ কালো ফণী দংশিতে মোরে জননী
ত্রাসিতে পরাণে তাই ডাকি মা ত্রিনয়নি ॥
মায়া মায়াবিণী মোরে কুপথেতে লয়ে যায়,
দেখাও সুপথ মোরে সদা জ্বলি সে জ্বালায়,
যায় যায় প্রাণ যায়, তাই ডাকি মা তোমায়,
অকূলে কর মা কোলে ওমা কূলদায়িনি ॥

আড়ানা—সুরফাঁক্তা

দুর্জ্জন বিনাশিনী আয় মা আয় মা।
দুষ্ট শাসনে ধরা রসাতলে যায় মা ॥
প্রকাশ বাহুতে আজি শকতি রূপিণী
হৃদয়ে বিহর সদা জীব-ভয়-হারিণী
বুদ্ধিতে বিরাজ মা কল্যাণ-কারিণী
অশিবে বিনাশ শিবে ধরি দুটীপায় মা
আয় মা আয় মা ॥
এদেহ তোমারি কাজে অর্ঘ্য লহ আমার
মন যেন নিশিদিন ভাবনা করে তোমার
তোমার এ মহারণে দানব বিদলনে
যেন তোমারি ধেয়ানে প্রাণ মম যায় মা
আয় মা আয় মা ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল

পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচকিবগল, কাজ হবেনা ওরূপ হ'লে ॥
শুনিসনে ইতু ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের ঠুলি দে না খুলে ॥
মায়া মোহ ভোগ তৃষ্ণা দেবে তোরে যতই তাড়া,
বোবার মত থাকবি বসে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া ;

নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে,
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী বলে॥
মজা আছে এ পাগলে, জানবি আসল পাগল হ'লে,
'আয়রে পাগল ছেলে' বলে, ঐ পাগলী মায়ে নেবে কোলে;
ফুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তি ধামে করবি লীলা এ যুক্তি প্রেমিক বলে॥

সুরট-মল্লার—তেওরা

বড় ধুম্ লেগেছে, হৃদিকমলে।
মজা দেখিছে আমার মন-পাগলে॥
হতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে,
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে॥
দেখে অবাক্ লেগেছে তাক্ ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে,
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে॥
প্রেমিক পাগল বলে সকল তা' বলে আমার মন কি টলে,
(যার) পিতামাতা বদ্ধ পাগল ভাল হয় কি তাদের ছেলে॥
শোন্ মা তারা ভূভারহরা এই বেলা মা রাখছি বলে
(যখন) ভাসব' জলে অন্তকালে তনয় ব'লে করিস কোলে॥

—প্রেমিক

কেদারা—ঢিমে-তেতলা

ভজরে শ্যামা পদ পঙ্কজরাজ,
পিও, পিও, পিও মধু হয়ে মাতোয়ারা॥

মা, মা, মা ঝঙ্কার মন-মধুকর
ঝরুক অবিরল অখণ্ড অমৃত ধার ;
অহর্নিশি অনিমেষে মার মুখ নেহার,
তারা, তারা, তারা বলে হয়ে যাও হারা ॥

—স্বামী তপানন্দ

পিলু—একতালা

ভবে সেই সে পরমানন্দ।
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥
সে জন না যায় তীর্থপর্য্যটনে কালী ছাড়া কথা না শুনে কানে,
সন্ধ্যা, পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই সে জানে ॥
কালীর চরণ যে করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের নিন্দা না শুনে কানে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালী নামামৃত-পীযূষ পানে ॥

—মহারাজ রামকৃষ্ণ

প্রসাদী—একতালা

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল ; (মায়ের)।
(যাঁর) নাম হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কলরূপ হ'ল।
কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল,
(যাঁরে) হৃদ্‌মাঝারে রাখ্‌লে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো।

মাতৃ সঙ্গীত

নামে কালী রূপে কালী, কাল হতেও অধিক কাল,
(ও রূপ) যে দেখেছে সেই মজেছে অন্যরূপ লাগেনা ভাল ॥
প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
(যারে) না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল ॥

—রাম প্রসাদ সেন

দুর্গা—তেওরা

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি
তবু মায়ের রূপ কি হারায়।
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়।
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য্য-প্রদীপ জালি ॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়, বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে শ্মশানে মশানে ফেরে;
অন্ন দিতে ত্রিজগতে,
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজ দুলালী ॥

—নজরুল

ভৈরবী—একতালা

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানিগো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥

তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্ব্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রানকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা ॥

কাফিসিন্ধু—কাওয়ালী

মোরে দেহি দেবি দরশন।
আর দুঃখ দিওনা দীনে দীন-দয়াময়ী !
দনুজ দলনী দেবি, দেব-আরাধ্য ধন ॥
জানি মা তব চরণ অপারের সুখতরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাই মা আকুল প্রাণে তোমার তরে নেহারি,
লুকায়ে থেকোনা কর দ্রুতপদে আগমন ॥
দীন-তারিণি, মম দিন আগত দেখি,
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানি না জননি আর ক'দিন বা আছে বাকি,
এই বেলা কর আসি দীনের দুঃখ মোচন ॥
সভয়ে ডাকি অভয়ে কর মা অভয় দান,
ভব ভয় হ'তে দীনরামে কর পরিত্রাণ ;
তুমি না করিলে দুঃখ কে করিবে অবসান।
কুপুত্র হয় মা যদি কুমাতা নহে কখন ॥

—দীনরাম

কালেংড়া—ঝাঁপতাল

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাক,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে।

—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

বেহাগ—ঠুংরী

রণ বেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে।
করে অসি পদে শশী কি রূপসী সেজেছে॥
নয়নে অনল জ্বলে, নর শির শোভে গলে,
দলিতে দনুজদলে ঢলে ঢলে চলেছে॥
রুধির লেগেছে গায়, নীল জলে জবা প্রায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়; কি সুখেতে মজেছে।
আ'মরি কিরূপ হায়, অরূপ উথলে তায়,
সাধে কিরে ঐ পায় পশুপতি পড়েছে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কানাড়া—একতালা

লম্বিত গলে মুণ্ডমালা দন্তিতা ধনি মুখ-করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী ॥
দিগ্বসনা চন্দ্র-ভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরি নন্দিনী ॥
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,
অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী ॥

—দাশরথি রায়

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা

(আর) লুকাবি কোথায় মা কালী।
বিশ্বভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ডুবালি ॥
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়াস মা তুই আগুণ জ্বালি।
(আমায়) দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর ভুবন ভরা রূপ দেখালি ॥
পূজা ক'রে পাইনি তোরে (মাগো) এবার চোখের জলে এলি।
বুকের ব্যথায় আসন পাতা বস মা সেথা দুখ-দুলালী ॥

—কাজি নজরুল

খাম্বাজ—আদ্ধা-কাওয়ালী

সমরে নাচেরে কার এ রমণী,
নাশিছে তিমিরে তিমির বরণী ॥
হুহুঙ্কার রবে মগনা তাণ্ডবে,
চমকে দমকে যেন রে দামিনী।
অট্ট অট্ট হাসি সমর উল্লাসি,
দিতিসুত নাশে দনুজদলনী ॥
অসুরে সংহারে অসির প্রহারে;
বরাভয় করে সৃজন-পালিনী ॥
বামা ভয়ঙ্করা ভীষণে মধুরা,
হরমনোহরা মানসমোহিনী।
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে,
শ্রীরামপ্রসন্নে শরণদায়িনী ॥

—রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কানাড়া—একতালা

শ্রীদুর্গা নাম ভুল'না—ভুল'না, ভুল'না, ভুল'না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ ম'লনা ॥
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে,
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না ॥
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'লনা ॥

রামপ্রসাদ সেন

মল্লার—একতালা

শ্যামা মা কি আমার কালরে।
লোকে বলে কালী কালো, আমার মন ত বলে না কাল রে,
কখনও শ্বেত কখনও পীত কখনও নীল লোহিত রে,
(আমি) আগে নাহি জানি কেমনে জননী, ভাবিয়ে জনম গেল রে ॥
কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূণ্য রূপা রে,
(মায়ের) এভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হল রে ॥

—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

ভৈরবী—একতালা

শ্যামা চরণার বিন্দে ভজ ভজ মজ মজরে মন।
সরল নির্ম্মল সুস্থির অন্তরে জপ শ্যামা মা মা অনুক্ষণ ॥
ঢল ঢল সুধা সরসী সলিলে হেলিছে দুলিছে আনন্দ হিল্লোলে।
রাঙ্গা শতদল চরণ যুগল আহা মরি মরি ভুবন মোহন ॥
অন্ধমানস দেখিতে না পাও কি সুখ লালসে ইতি উতি ধাও,
তনু মন দাও মার গুন গাও সুখে মধু খাও হয়ে নিমগণ।
গর গর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা হেররে অদূরে হর মনোহরা,
যত সৌম্য হ'তে অতি সৌম্যতরা ছবি অনুপম দেখিনি এমন ॥

—স্বামী তপানন্দ

পরজ—একতালা

শ্যামা ধন কি সবাই পায়, কালী ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বুঝেনা একি দায়।
শিবেরও অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায় ॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায় ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় ॥

—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যাঁর হাতে মরণ বাঁচন ॥
কালো মায়ের আঁধার কোলে শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক—স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন ॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ ॥
সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরেনা মা আমার তাই দিগ্‌বসন ॥

—কাজি নজরুল

শঙ্করা—একতালা

হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে,
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো
চোখ থাকে ত দেখনা চেয়ে ॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;
কমল ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥
—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামচন্দ্র সংগীত

নান্যাস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা ।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদি দোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী

ইতনী মিনতি রঘুনন্দন সে, দুঃখ-দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী ॥
আপনে পদ-পঙ্কজ পিঞ্জর মে চিত-হংস হামারা বৈঠাও জী ॥
তুলসী দাস কহে কর জোড়ি ভবসাগর পার উতার জী ॥
—তুলসী দাস

মিশ্ররাগ—কাওয়ালী

একনীর হ্যায় গঙ্গাজী এক নাম হ্যায় রাম।
একচন্দ্র হ্যায় এক সুরয নির্বলকে বলরাম।
জগতে মে কোই নাই স্বজন আপনা, স্বধরম নাম জপরে রসনা,
কহতু নানক ঝুটা জপ সব সাক্ষীদশরথনন্দন রাম।
রাম নাম মনি দীপক পেয়ারা,
ঘট ঘট মে অসি কৌজিওয়ারা,
রামনাম জপ কাম ত্যজপি
হরকে হরকে যশ পাও॥
(হরকে হরকে যশ পাও)
কাম ক্রোধ লোভ মদ ছোড়ি মন,
দিবানিশি পূজ ওহি চরণ,
তুলসী দাস কহে ও চরণ ছোড়কে,
নেহি হোগা নির্ব্বাণ॥

—তুলসীদাস

দরবারী কানাড়া—ঢিমা তেতালা

জিনকে হৃদিমে শিরি রাম বসে
উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে
জিন সন্ত চরণ রজ কো পরসা
উন তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে॥

সব ভূত দয়া জিনকে চিতমে
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
জিন রাম রূপতো ধ্যান ধরে
উন রামনাম ন লিয়ে ন লিয়ে॥

—কবীর

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়াঁ।
কিলকিলাই উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায়;
ধায়ী মাতু গোদ লেত দশরথকী রাণীয়াঁ॥
তুলসীদাস অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ;
রঘুবরকী ছবি সমান রঘুবর ছবি বানিয়াঁ॥
অঙ্গ রজঃ, অঙ্গলাই, বিবিধ ভাঁতি সোঁ দুলার;
তন মন ধন বার বার কতই মৃদু বানিয়াঁ॥

—তুলসীদাস

ভৈরব—কারফা

মনোয়া ভজলে সীতারাম।
ভজলে সীতারাম মনোয়া কহে ন জপতে নাম।
দিন দিয়া জী হরিগুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম॥
রাম গড়কে বৈঠে রামজী, সবকী মজরা লীজে
যো য্যায়সা নকরী করেগা, উনকো ত্যায়সা দীজে॥

লেড়কা বালা লালন পালন তেনকী ত্নধ পিলাওয়ে
মরণ কালমে শরণ লেকে বাবা কর বোলাওয়ে ॥
এক নর ভুলে, ত্ন নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার
জান্ শুনকে মো নর ভুলে, উনকে নেহি পার ॥

—তুলসীদাস

ভৈরব—আদ্ধা

মহাবীর মারুতি
অঞ্জনা নন্দন মুনিগণ বন্দন
লহ লহ প্রণতি ॥
শ্রীরঘুপতি পদে অর্পিত জীবন,
ইঙ্গিতে বারিধি ভূধর লঙ্ঘন।
চিন্ময় তনু রামানুগত মন
মূর্ত্ত দাস্য ভকতি ॥
ক্ষাত্রবীর্য্য ব্রহ্মতেজোদীপ্ত
সলীল বিদলন রাক্ষস দৃপ্ত,
রাম নাম কীর্ত্তনে সতত তৃপ্ত,
আনন্দ ঘন মুরতি ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দেশ মিশ্র—তেতালা

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি।
নব-দূর্ব্বাদল কান্তি উজল হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী॥
সর্ব্বারাধ্য হে দেব দেব শ্রীঅযোধ্যা পুরজন তাপ নিবারী;
কৌশল্যাসুত দশরথ নন্দন নট সুন্দর সরযূ তটচারী॥
কমলনেত্র বিমল মুখ মণ্ডল তরুণারুণ ভাতি গণ্ডে,
বক্ষ পীণ কটি ক্ষীণ অসীম শক্তি সুবলিত-ভুজ দণ্ডে।
রম্ভা-তরু-উরু চরণে উদিত চারু চন্দ্র নখর দ্যৌ সারি
শীর্ষে প্রখর কোটি ভানু করোজ্জ্বল ঝলমল মুকুট করে ধনুধারী॥

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

ঝিঁঝিট—একতালা

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোই॥
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত।
ঈষৎ মুখ চন্দ্র বিন্দু, সুন্দর সুখ-দাই॥
হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ান দৃগ-বিশাল।
ভ্রুকুটি কুটিল তিলক ভাল নাসিকা সুহাই॥
কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল।
মানো গিরি শিখর ফোড়ি, সুর সরি বহিরাই॥

মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতি-পতি ছবি ছাই॥
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরে রঘুবংশ বীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণরজ পাই॥

—তুলসীদাস

শ্রীকৃষ্ণ সংগীত

ভজন—কাওয়ালী

আঁখিয়া হরি দরশন কি পিয়াসী।
দেখো চাহত কমল নয়নকি নিশিদিন রহত উদাসী॥
কেশর তিলক মোতিনকি মালা, বৃন্দাবনকে বাসী।
নেহ লাগায় ত্যাগী গয়ে তৃণসম, ডারি গয়ে গল ফাঁসি,
কাহুক মনকী কো জানত, লোগনকে মন হাঁসি।
সুরদাস প্রভু তুমহারে দরশ বিনা লৈহোঁ করবত কাসী॥

—সুরদাস

দেশমিশ্র—একতালা

কেশব কুরু করুনা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)

ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী (হরিবোল, ইত্যাদী)॥

—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

কীর্ত্তন—একতালা।

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘণ নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত হৃদয় রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী-বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁর শ্রীচরণ,
দেখ শান্ত মনে প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন
চিদানন্দ রসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন॥

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

ভজন—তেতালা

ভজ রাধাকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায় অভাব মিটায় স্বভাব জাগায় মহাসুখে॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে,
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ এ দুস্তর এ মায়া বিপাকে॥

ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, রাধার পিরীতি লয়ে বুকে ॥
—ব্রজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ভজন—কাওয়ালী

মম মন মন্দিরে রহ নিশিদিন—
কৃষ্ণ মুরারী শ্রীকৃষ্ণ মুরারী
বন্দনা গানে তব বাজুক জীবন বীণ ॥
ভক্তি প্রীতি মালা চন্দন তুমি নিওহে নিও চিত নন্দন।
জীবন মরণ তব পূজা নিবেদন সুন্দর হে মনোহারী ॥
এস নন্দকুমার আর নন্দকুমার হবে প্রেম প্রদীপে আরতি তোমায়।
নয়ন যমুনা ঝরে অনিবার তোমারি বিরহে গিরিধারী ॥

কীর্ত্তন—খয়রা

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জনু ন ছোরবি মোয় ॥
গনইতে দোষ, গুনলেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার।
তহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে, অথবা কীটপতঙ্গ।
করম—বিপাকে গতাগতি পুনপুন, মতি রহু তুয়া পদসঙ্গ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥
—বিদ্যাপতি

ভজন—কাওয়ালী

(রাখ) মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল।
(মম) আঁখির আগে রহ শ্যাম-গোপাল॥
(তব) চরণ-তলে মোর এই তনু মন
প্রণামী-ফুলের মত লহ নিবেদন,
(আমি) জনমে জনমে প্রেমের কাঙ্গাল।
(শুধু) তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা
সহিব তোমার লাগি হে দেবতা।
(মোর) হৃদয় বাসরে মিলন-রাতে
আঁখি মিলাও প্রভু আঁখির সাথে,
মীরার প্রীতম হয়ে রহ চিরকাল॥

—প্রণব রায়

ঝিঁঝিট—একতালা

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
যাকে সির মোর মুকুট মেরোপতি সোই;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
অবতো বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই॥

সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছাঁড় দই কুল কী কান ক্যা করে না কোই॥
অঁসুঅন জল সীচঁ সীচঁ প্রেম বীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হোয় সো হোই॥

—মীরা বাঈ

সিন্ধু মিশ্র—ঠুংরী

শ্যামল বংশীওয়ালা, নন্দলালা, মাতেয়ালা
গোকুল কে উজীয়ালা॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহুঁ সাঁঝ সবেরে, কৃষ্ণ নাম সব দুখ হারে,
কৃষ্ণহী ভবসাগর পারে পার লাগানেওয়ালা॥
কোই কহত হ্যায় কৃষ্ণ মুরারী, কোই কহত হ্যায় রাসবিহারী,
কোই কহত হ্যায় হ'রে মুরারী জপে তুলসী মালা॥

ভজন—কাহারবা

সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে
তার বনফুল মালা দোলে।
সে যে বংশীওয়ালা মোহিল ভুবন,
তার মোহন মুরলী বোলে
বন ফুল মালা দোলে॥

মোর আনন্দ সে যে নন্দদুলাল
সে যে ছন্দ দুলাল মোর নন্দদুলাল
রহে কদম্বমূলে যমুনার কূলে
বাঁশীতে উজান তোলে।
নিধুবনে সখা লয়ে খেলে হরি শিশু হয়ে
অধরে মধুর হাসি জাগে
যেথা চলে শ্যামরায় ফুল জাগে পায় পায়
ধূলিকণা পদছায়া মাগে।
যবে আমার জীবনে আসি ডাকিবে বাজায়ে বাঁশী
যেন অন্ধ নয়ন জাগে প্রেমের মলয় লাগে
হৃদয় দুয়ার যেন খোলে॥

—অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য

ভৈরবী—কহরবা

সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগান চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই॥
নিত নাহন্‌সে হরি মিলেতো জলজন্তু হ্যায়।
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুর বাঁদরায়॥
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলেতো ম্যায় পূঁজু তুলসী ঝাড়;
পথর পূজন্‌সে হরি মিলেতো ম্যায় পূঁজু পাহাড়॥

তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলেতো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলেতো বহুত রহে হ্যায় খোজা ॥
দুধ পিনেসে হরি মিলেতো বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥

—মীরাবাঈ

ভজন—কাওয়ালী

সুন্দর লালা নন্দ দুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে ॥
শিরে চূড়া নয়ন বিশালা কুন্দমালা হিয়া পর দোলে।
পহিরণ পীত পটাম্বর বোলে রুনু ঝুনু নূপুর চরণ মে ॥
কোই গাওয়ত পঞ্চম তান, বংশী-পুকারো রাধা নাম।
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাওয়ত কোই রঙ্গন মে ॥
রাধাকৃষ্ণ একতনু হোয়, নিধুবন মে যো রঙ্গ মচাই।
বিশ্বরূপ যো ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে ॥

—বিশ্বরূপ গোস্বামী

ভজন—তেতালা

হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবতো জীবন হারে।
নীর পীরন হেত গয়ো সিন্ধুকে কিনারে,
সিন্ধু বীচ বসত গ্রাহ চরণ ধরি পছারে ॥
চার প্রহর যুধ ভয়ো লে গয়ো মঝোধারে।
নাক কান যুগল লাগে কৃষ্ণকে পুকারে ॥

দ্বারকামে শব্দ ভয়ো গরুড় ত্যজি সিধারে।
গ্রাহকো মারকে গজরাজকো উধারে॥
সুর কহে শ্যামসে আস হ্যায় তুমহারে।
মেরী তেরা ন্যাব হোই যমরাজকো ডুবারে॥

—সুরদাস

শ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত

আরত্রিক ভজন

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ-ধর, নির্গুণ, গুণময়॥
মোচন অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্ঘন কায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব সাগর, চির-উন্মাদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জ্জন যুগল চরণ, তারণ-ভব-পার॥
জৃম্ভিত-যুগ ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগ সহায়।
নিরোধন, সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন-দুখ-গঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তন কলিডোর॥
বঞ্চন কাম কাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ॥

নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান্।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যাজি জাতি-কুল-মান॥
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়॥
নমো নমো প্রভু! বাক্য-মনাতীত, মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল-হৃদিকন্দর তুমি তমো-ভঞ্জন হার॥
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ।
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।)

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

ওঁ হ্রীং-ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদ পদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোহহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতস্ত হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীন বন্ধো।

তে জন্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ!
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্রম্

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম-স্বরূপিণে,
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।

কানাড়া—একতালা

অযুত কণ্ঠে বন্দনাগীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে।
(তব) অমিয় বারতা দেশদেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে ॥

বঙ্গ-হৃদয়-সরসী সলিলে চারু শতদল ফুটেছে।
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে!
প্রেমের ভূপতি! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে।
ভেদ বিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে॥
ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি হীন এ বীনায় 'রামকৃষ্ণ' নাম গাহিছে।
প্রেম রাজ্যে তব তারে দিও স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ সায়রে লীলা লহরি উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
আদিঅন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধ্বনিলে মানবাকায়॥
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি, কিরণ বরষি উজলি সেথাও চারু বিভায়॥
প্রেমের এ তনু অতনুগঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ-মন, চরণে অর্পণ করিতে চায়;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

নায়েকী কানাড়া—একতালা

আপনি করিলে আপনার পুজা আপনার স্তুতি গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ॥

কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমা দেবতার মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান ॥
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পর দুখে ম্রিয়মাণ,
পর পাপ বহি রোগ যাতনায় ছট্‌ফটি যায় প্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কি বা কাজ।
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

বসন্ত—ঝাঁপতাল

আবার যদি এলে হরি আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয় ওহে শ্রীমধুসূদন ॥
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুণ, জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।
বজ্র বীণায় ঝঙ্কৃত কর, স্পন্দিত হোক ত্রিভুবন ॥
পাঞ্চজন্য বাজাও আবার দ্বাপরের সেই রুদ্র-তান।
যে গান শুনে সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আত্মদান ॥
অভী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ।
কর্ম্ম যাদের ধর্ম্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ—একতালা

আমার 'আমি'র মূরতি ধরিয়া তুমি কি গো আজি এসেছ।
অন্ধ নয়ন পায়না হেরিতে তাই বুঝি দেখা দিয়েছ ॥

অন্তর মাঝে অন্তর-যামি রয়েছ জাগিয়া তুমি দিবাযামী।
বুঝিতে পারি না তুমিই যে আমি কি আঁধারে আঁখি ঢেকেছ॥
তুমি মম তনু তুমি মম প্রাণ, তুমিই ত নাথ মোর ধ্যান জ্ঞান।
তুমিই ত ইষ্ট হে রামকৃষ্ণ কৃপাতে সাকার হয়েছ।
এলে যদি ওহে করুণা নিধান নাশি ভেদাভেদ দাও আত্মজ্ঞান।
তোমাতে আমার 'আমি'র নির্ব্বাণ হোক, যদি ধরা দিয়েছ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল—একতালা

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি তুই কাঁধে সদা ঝুলে।
শ্রীবদনে 'মা' 'মা' বাণী পড়ি গঙ্গা-সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ী গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী, সেই কৃষ্ণ নাম ভেদ একমূলে।
"একোয়া", "ওয়াটার" "পানি", "বারি" নাম দেয় জলে,
"আল্লা", "গড্", "ঈশা", "মূশা", "কালী" নাম ভেদে বলে॥
দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা, পাগল-পারা সরলে নেহারিলে।
দু'বাহু তুলিয়ে ডাকে আয় রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে;
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কূলে?

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভৈরবী—একতালা

কে তুমি আবার করুণাপাথার সেই সুরধুনী তীরে !
কেন সদা আহা আকুল পরাণে ভাসিছ নয়ন নীরে ॥
সদানন্দময়ী আছে কোলে করে, তবু বল কেন দু'নয়ন ঝরে ।
তাপিত ধরায় তারিতে কি হায়, সুধাইছ জননীরে ॥
কেন আসিয়া হৃদয় দুয়ারে, মোরে ডাকিতেছ বারে বারে ।
আমি এমনি মগন মোহের কুহকে দেখেও দেখিনা তোমারে ॥
এস দেব এস পতিতপাবন এস আজি মম হৃদয়ের ধন
সফল করহে বিফল জীবন, মোহ নাশ চিরতরে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কাফি-সিন্ধু—তেওরা

কে তুমি তাপস কাঁদিছ কাতরে নীরবে সুরধুনীতীরে
দুনয়নে তব করুণার ধারা অবিরত বহে শত ধারে ॥
দলিছে মানবে শত অবিচার কোটী নারায়ণ করে হাহাকার
(তাই) জীবন-দেবতা পূজিলে এবার বেদীতে বসায়ে নরে
তোমার মহান দুঃখ আমার জীবনে প্রভো সঞ্চার ।
মানবের দুঃখে কাঁদিতে শিখুক ক্ষুদ্র আমার এ অন্তর ।
তুচ্ছ স্বার্থ-সুখ আশে ভুলি আর থাকিবনা, চাহ মুখ তুলি
লহ দেব লহ এ জীবন ডালি. তব নর দেব পূজা উপচারে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমানভূপালী—কাওয়ালী

আজি কি পুলকে নাচে প্রাণ—আহা মরি রে।
দুঃখ নাশিতে এলো দুখহারী ভগবান্॥
জনমিলা ভগবান্ কামারপুকুরে
হরষে নাচিছে সবে ক্ষুদিরাম ঘরে
চন্দ্রমণি কোলে কোটী চন্দ্র খেলে
নেহারিছে ও চাঁদ বয়ান॥ (সবে)
আশায় ভরিল প্রাণ ভয় গেল দূরে
গগনে উঠিল গান নব নব সুরে
ধন্য হইল ধরা, ধন্য হইনু মোরা
চরণে জীবন করি দান॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন—কাওয়ালী

এস নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম,
এস রামকৃষ্ণ মোর নয়নাভিরাম!
এস যশোদাদুলাল তুমি রঘুপতি রাম।
দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কিবা মনোহর!
কভু শ্যামারূপধর, কভু সাজ শঙ্কর।
শ্রীরাধার ভাবে কভু কাঁদে তব অন্তর
ধুলায় লুটায়ে বল কোথা নব ঘনশ্যাম।

৫

পঞ্চবটী মূলে জাহ্নবী-কিনারায়
যেচে প্রেম বিলাইতে ডাক 'ওরে আয় আয়'।
ভকত্-কুসুম যত আনিলে আপন সাথ
নন্দন কাননে সুন্দর পারিজাত
সে কুসুমে ভরি সাজি, আপনি পূজারী সাজি
করিলে আপন পূজা ধরি মুখে নিজ নাম।

—প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাউল—খেমটা

চল ভাই কামারপুকুর ফুটেছে ফুল ভুবন আলো।
নিরমল রূপরাশি, হাসিটী তার সুধা ঢালা॥
সে ফুলের মিঠে সুবাস
প্রাণ মোর করে উদাস
সে ফুলের পরশ পেলে মিটে যায় ত্রিতাপ জ্বালা।
বলি তোরে শোনরে ও মন
ঘুচিবে মরম বেদন
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমশতদল গেঁথে পরব গলায় মালা॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন মিশ্র—তেওরা

জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল মন।
চাহে তোমারে সকল কাজে সকল যুগে তৃষিত ভুবন॥

যুগ যুগ ধরি অপেক্ষারত ছিল ধরনী নীরবে চাহি ;
তোমারি অমৃত পরশ লাগি ব্যাকুলা অবণী করে রোদন ॥
তিমির সাগরে ডুবিলে মেদিনী মৃত্যু ঘেরিলে জীবনে হায় ।
হাহারবে কাঁদে যত জীবগণ, উর্দ্ধে কাতরে ডাকে তোমায়—
তখনি তোমার জ্যোতির আলোকে নাশিলে ধরার তিমির জ্বালা
মৃত্যুরে মার অমৃত আনিয়া, জীবন দেখায়ে জাগালে জীবন ॥

—নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী

কেদারা—কাওয়ালী

জয় রামকৃষ্ণ ভব ভয়হারী ।
ভকত বিমোহন পাপীতাপী তারী ।
সুধামাখা মা নাম শিখাতে মোদেরে,
মা মা বলিয়া কাঁদ সুরধুনী তীরে ।
অভিনব লীলা তব নর দেহ ধরে,
যে হেরেছে সে মজেছে, আপনা পাসরী ॥
স্বার্থ কলহে ভরা কলুষিত এ ধরায়,
প্রেমের পীযুষ তুমি অযাচিতে দিলে হায় ।
শুনে মিলনের গান, ভরিয়া উঠিছে প্রাণ,
নমো নমো ভগবান চরণে তোমারি ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন—কাওয়ালী

জীবন প্রভাতে মরমের সাথে
বল জয় রামকৃষ্ণ রে—
বল রামকৃষ্ণ, জপ রামকৃষ্ণ
ভজ মন রামকৃষ্ণ রে,
রামকৃষ্ণ নাম বলরে মন অবিরাম,
শীতল হবে মন-প্রাণ রে।
শ্রীরামকৃষ্ণ জয় বলরে মন নিরাশ্রয়
শান্ত হবে সব জ্বালা রে॥

—প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ললিত—ত্রিতালী (প্রভাতী সুর)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল॥
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্য নিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গততনুমন॥
সেবাপর যোগীবর, অদ্ভূত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহ বন্ধ॥

যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ ॥
বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগবীর বিবেক-সম্বল ॥
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর,
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর ॥
রামকৃষ্ণ-দাস-দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান জয় বারবার ॥
রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণ-মঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ইমন পূরবী—একতালা

তুমি কাঙাল বেশে এসেছ হরি কাঙালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসমচিতে, পতিত জনে তারিতে হে ॥
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণতলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে হে ॥
করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ প্রাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

তুমি ব্রহ্ম, 'রামকৃষ্ণ' তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম
তুমি বিষ্ণু, তুমি জিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম।
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
তুমি নর-রূপধর বিজিতকনককাম ॥
অপার করুণাসিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু,
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু; চরণে করি প্রণাম ॥

শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভাটিয়ালী—কাহারবা

(তোরা) দেখবি যদি চলে আয়
গৌর আমার এলো আবার এ ধরায়।
(তাঁর) নামেতে নয়ন ঝরেরে গোরার
প্রেমে ভুবণ ভেসে যায় ॥
(আগে) 'রা' 'রা' বলে কান্দিত গোরা
'মা' বলিয়া কান্দেরে এবার পাগলের পারা
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দেরে গোরা
'মা' বলে ধূলায় লুটায় ॥
কভুমত্ত মাতঙ্গেরি প্রায়
হুঙ্কারিয়া হরি বলে নাচে গোরা রায়

(আবার) শিবরাম আল্লা বলে রে, গোরা
নয়ন জলে ভেসে যায় ॥ (গোরা)
(গোরা) নাহি মানে জাতের বিচার
সব ধরমই ধর্ম্মরে তাঁর, সকল জাতই তাঁর
(এবার) সকল ধর্ম স্থাপন তরে রে, গোরা
অবতীর্ণ করুণায় ॥
(গোরা) উড়ায়েছে প্রেমের নিশান
লেখা তাতে 'ত্যাগ ও সেবা'—'আত্ম বলিদান'
(আবার) সকল জীবে শিবকে পুজেরে, গোরা
যুগের সাধন শিখায় ॥ (নব)
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কীর্ত্তন

দেখা দাও দেখা দাও।
জীবন দেবতা তুমি করুণা নয়নে চাও।
(আমার) হৃদয় দেবতা—তুমি জীবনের জীবন তুমি
হৃদয় রঞ্জন—
হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে প্রাণ সুরধুনী তীরে।
(আমি) পিব পিব হে—তব প্রেম ব্রহ্ম বারি—
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি—আনন্দে প্রাণ মাতায়ে—

জয় রামকৃষ্ণ বলি—
(তোমার). নরেন্দ্রাদি সঙ্গে করে আনন্দে খেলে বেড়াও ॥
(তোমার) রাখাল বাবুরামে লয়ে—
শরত শশীকে নিয়ে
তারক লাটুকে লয়ে
যোগীন নিরঞ্জনে লয়ে
সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে করে।
(ওহে) ভকত বিলাসী ঠাকুর লীলাময় হরি আমার ॥
শ্রীমুখেতে মা নাম মনারাম প্রাণারাম
এমন নাম আর শুনি নাই—নামের
বলিহারি যাইরে—নামেতে পাগল করে—
নামে পরাণ শিহরে—নামে এত মধুঝরে—
গাও গাও গুনধাম ধরি ছুটি রাঙা পায় ॥
শোন ওহে অভিরাম, আমি চাহিনা কৈবল্যধাম
হয়ে যাব পূর্ণ কাম তুমি যদি কোলে নাও ॥
আমি আর কিছুই চাইব না হে
(আমার) সকল দুঃখ দূরে যাবে
(আমার) সকল আশা মিটে যাবে
জনম সফল হ'বে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে ;
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীর ঘরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি।
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা হাস কাঁদ কার তরে ॥
মরি মরি, রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি।
হৃদয়-সন্তাপ-হারি সাধ ধরি হৃদি পরে ॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পিলু—কাওয়ালী

নমো রামকৃষ্ণ রূপধারী।
সর্ব্বধর্ম্ম-মূর্ত্ত-বিগ্রহ প্রভু ধরম স্থাপনকারী।
নমো জগতারণ জীব দুখ বারণ জনম-মরণ-নিবারি।
নমো মোহমোচন সংসার বন্ধন কটাক্ষে খণ্ডনকারী ॥
নমো দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু পূর্ণ ইন্দু তমোহারী।
সর্ব্বদেব দেবী স্বরূপিণে নমোনম নির্গুণ ত্রিগুণধারী ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ইমন ভূপালী—কাওয়ালী

(নমো হে) রামকৃষ্ণ দুখহারী।
নমোকরুণাময়, সর্ব্বলোকাশ্রয়,
সদা সিঞ্চন কৃপা বারি।
পিতামাতা রূপে তুমি পালিছ যতনে,
গুরু হয়ে শুভ মতি দিতেছ পরাণে,
এমন আপন আর কে আছে ভুবনে,
জনমে মরণে হিতকারী।
জনমে জনমে তুমি পিতা, তুমি মা আমার
আমি ত তোমারি ছেলে বল আর হ'ব কার,
সংসার বন্ধন দিওনা দিওনা আর,
বন্ধন মোচন কারী॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোশ—সুরফাঁক্তা

পাঞ্চজন্য—

পাঞ্চজন্য শোন শোন সবে পাতি কান।
আবার আসিল নামি, আসিল রে ভগবান॥
দুর্জ্জন নাশন গর্জ্জন শোন তাঁর
প্রচণ্ড তাণ্ডবে হরিছে ধরার ভার
কংস পুতনা ত্রাসী ঘন ঘন হুঙ্কার
দৈত্য শাসন আজি হবে চির অবসান॥

নির্য্যাতিত অগণন গণ নারায়ণ
লাঞ্ছিত হৃতমান কত শত সজ্জন
আর্ত এ ধরণীর অশ্রুর প্লাবন
হৃদয় কাঁদায়ে তাঁর নয়নে আনিল বান ॥
তাই কি রে ভয় হারী অবতরি করুণায়
কাঙ্গালে তারিতে এলো কাঙ্গালের বেশে হায়
'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে ঐ ডাকে 'আয় আয়'
অযাচিতে বরাভয় সবারে করিছে দান।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভজন—তেতালা

প্রেম ভরে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম ;
অন্তরে যতনে রাখ মনরে গাহ নাম ;
দীন কাঙালের ধন রামকৃষ্ণ নাম।
একই বৃন্তে ফুটিলরে রাধাকৃষ্ণ শ্যাম
শিবকালী ব্রহ্মবিষ্ণু শ্যামা সীতারাম ;
নাম ব্রহ্ম একই জেনে মনরে গাহ নাম
জনম মরণ সাথী রামকৃষ্ণনাম ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম..........(৪)

—প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মিশ্র—একতালা

পরমগুরু সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার॥
জাগালে ভারত শ্মশান তীরে, অশিব-নাশিনী মহাকালীরে;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত আবার॥
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ভারত দেশে দেশে ঋষি-পুণ্য তীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়
তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

—নজরুল

পিলু বারোয়া—একতালা

বঙ্গ হৃদয় গোমুখী হইতে করুণা গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়॥
ব্যর্থ-বাসনা-অনল দহন, সহিলে কত না জনম মরণ
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিল সিক্তকায়;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায়॥
জাহ্নবী তীরে তৃষ্ণা কাতর অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ পূত গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায়;
হ'ক অবসান, ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায়॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ভজন—কাওয়ালী

বাণীরূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি
রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি।
অন্তর বিহারী ছিল তব সঙ্গে
দেখাইলে রূপতার তুমি নানা ভঙ্গে,
ধ্রুবতারা রহ হৃদি গগন ভ'রি ॥
মায়াপাশ বন্ধন শোকতাপ ক্রন্দন
তববাণী ছিল চির শান্তিবারি,
জগতের বেদনায় দিলে নব চেতনা
পরমানন্দে তুমি দিশারি ॥
মুক্তি দেউলে ফুটালে যে ফুল
প্রেমের সুগন্ধে দুলিল দোদুল
ভবপারাবারে তুমি পারের তরী ॥

ভৈরবী—তেতালা

ভারত-ভাগ্য গগনে রাজে নবীন তপন-ভাতিমা।
নবারুন রাগে দশদিশি ভাতিল, জাগিল পরাণে চেতনা ॥
সুপ্ত জনার খুলিল নয়ন;
রিক্ত হিয়ায় মৃদু স্পন্দন,
হেরি নিখিল জন-মন আনন্দে মগন।

কোটী কণ্ঠ তুলি গাহিছে জয়,
'রামকৃষ্ণ জয়'-'রামকৃষ্ণ জয়'
(শুনি) আসিছে সকল ভকতদল পায়ে ঢালিতে সঞ্চিত বেদনা ॥

—স্বামী পুরুষাত্মানন্দ।

ভৈরবী—একতালা

মলয়-সমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি লহরী।
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি কোটী-শশী-রূপ মাধুরী ॥
তপ-ক্ষীণ কায়, ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর,
কোন দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন বনবিহারী ॥
পাপতাপ ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ-কলুষময়,
এই মরুভূমে বুঝি এলে নেমে সিঞ্চিতে প্রেমবারি ॥
কে আছ অলস হৃদয় নীরস, স্বার্থ মোহেতে ভুলিয়া,
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আপনা পাসরি ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—একতালা

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি করিলে প্রেমের লীলা।
জীবে-মঙ্গলে ভূতলে এসে সহিলে দুঃখ জ্বালা ॥
স্বরূপ লুকায়ে কাঙ্গাল বেশ, ছলিতে মানবে ধরেছ বেশ।
সরল বালক মুখে 'মা' 'মা' বলি, খেলিলে নূতন খেলা ॥

কে পারে চিনিতে তুমি না চিনালে, জানিব কেমনে.
তুমি না জানালে।
শরণ নিয়েছি চরণ-কমলে, ঘুচাও ত্রিতাপ-জ্বালা॥
দূর কর প্রভো মায়া আবরণ, স্বরূপ তোমার্ হোক্ প্রকটন।
'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ', নব-অবতার লীলা॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

মিশ্র—একতালা

রামকৃষ্ণ গুণধাম (আমারি)
ভব-সন্তাপিত-দগ্ধ হৃদয়-মরু-সিঞ্চিত মঙ্গল বারি বিসারী॥
পূর্ণানন্দ শ্রীরাম শ্যাম যুগ মূরতি এক অবতার বিহারী।
নিখিল-চরাচর-ধর্ম্ম-সমন্বয়-সাম্য-সনাতন-স্থাপনকারী॥
শারদ-চন্দ্র-নিন্দিত-মুখ উজ্জ্বল শান্তি নির্ঝর মৃদু হাস্যে।
তৃপ্ত প্রাণ মন দীনত ভকত নিত্যামৃত প্রেমে মধু দাস্যে॥
পঞ্চবটী তট ধ্যান ধারণ রত রমা মূরতি-রূপ-ধারী॥
উক্তে অভয় তব দেহ পদ-পঙ্কজ, জয় জয় দয়াল ভবাময়-বারী॥

—হৃষিকেশ চন্দ্রবর্ত্তী

ভজন—কাওয়ালী

(১)

রামকৃষ্ণ জয় প্রাণকৃষ্ণ হে মোর মন মধুবন স্বামী।
অমৃতের বাণী নররূপ ধরি জগতের বুকে এলে নামি

স্বরগের জ্যোতির একটি জ্যোতিকণা
মরতে রূপ নিলে প্রেমের ঝরণা,
মন্দাকিনী ধারা বহিল, বহিল দিবসযামী।
এপার ওপার হ'তে নানা পথে নানা মতে
জ্ঞানের দীপ শিখা জালিয়ে
দেখাইলে পথ গোলোকেরই রথ যে মহান পথে এসে নামিয়ে
কাঙ্গালের বেশে তুমি আসিলে,
রাখালিয়া মাঝে শ্যাম সাজিলে
প্রেমের বাঁশীতে প্রাণ ভরিলে রামকৃষ্ণ প্রণমামি।
রামকৃষ্ণ জয় প্রাণকৃষ্ণ মোর রামকৃষ্ণ প্রণমামি।

কৌমুদী-সাম্বাজ—একতালা

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকোনা থেকোনা তাহে বিভোর।
জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযুষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবেনা তোর॥
ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-সুখ-দুঃখ-শান্তি-জ্বালা-দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে নাহি নিস্তার ;
জ্ঞান কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম ডোর,
'রামকৃষ্ণ' নাম বলরে বদনে, মোহের যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর॥
—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীরাগ—একতালা

শ্রীরামকৃষ্ণ অমিয় সায়রে ডুবিয়া অমর হবিরে আয়।
জনম মরণ দুখের দহন ঘুচিবে নিশার স্বপন প্রায়॥
অসীম প্রাণের প্রবাহ সেথায় প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাবিরে তায়।
সুখের লহরী সদা খেলে যায় ধীরি ধীরি বহে করুণা বায়॥
নাহি ভেদাভেদ নাহিরে দ্বন্দ্ব, আনন্দ অপার শুধু আনন্দ।
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম মকরন্দ পানেতে পরান জুড়ায়ে যায়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

সকল দেশের ভগবান নমি তোমার পায়।
তোমার ধ্যানে তোমার কাজে যেন জীবন যায়॥
সকল জাতের ঋষি যত, সবারি পায় হইগো নত
ধন্য কর জীবন মোদের দিয়ে পদ-ছায়॥
আমরা সবাই একটী জাত, একই ভগবান
একই সুরে থাকুক বাঁধা মোদের সকল প্রাণ
সত্য মোদের ধ্রুবতারা আর হব না লক্ষ্য হারা
সফল হবে সকল জীবন সত্যেরি সেবায়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী সংগীত

প্রণাম

জননী সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্‌,
পাদ পদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

ভৈরব—আদ্ধা

মহামায়িকী জয় গাও
যুগের প্রভাতে মা এল ধরাতে
বরন করিয়া তাঁরে নাও,
জ্যোতির্ময়ী ঐ মা এল এ ধরায়
দশদিশি হাঁসিল করুণা বিভায়,
আশায় সংগীত ভুবন ভাসায়,
ভকতি অর্ঘ্য মাকে দাও।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

রামকেলি—একতালা

মা এলে প্রভাতে মঙ্গল আভাতে
নিখিল হৃদয় উজলিয়া। (সবারে জাগাতে)
পুলকে নাচে প্রাণ দুঃখ নিশা অবসান
নব জীবনের গান, বাজিল হৃদয় বীনাতে।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাউল—দাদ্‌রা

আমার মাকে দেখে যারে
দীন তারিণী ধরায় এল আনন্দ ধরে নারে ॥
বিশ্বরাণী ধরায় এসে দুঃখিনা ব্রাহ্মণী বেশে
নিচ্ছে কোলে হেসে হেসে কত কাঙ্গালেরে ॥
করেনা সে গুণের বিচার, অহেতুক দয়ারে তাঁর
স্নেহের কথা কি বলব আর বইছে শতধারে ॥
মায়ের পায় নিলে স্মরণ ঘুচে যায় জনম-মরণ
হৃদ মাঝারে পায় দরশন ডাকে যে জন তাঁরে,
শোন বলি মা মনের কথা ঘুরব না আর হেথা সেথা
তোর পায়েতে রেখে মাথা দিবানিশি থাকি পড়ে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

খাম্বাজ—একতালা

করুণা পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নরদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে ॥
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরার আসা সন্তান তরে কত কাঁদা হাঁসা
অহেতুক তব এই ভালবাসা, পারি কি গো মোরা বুঝিতে ॥
শত জনমের যত পাপ হায় দিয়েছি ঢালিয়া রাঙ্গা পায়
সকলি ত তুমি সহিলে হেলায় কোল দিতে কত তাপিতে ॥
আবিলতা ভরা হৃদয় আমার কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার,
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার পদ পঙ্কজ ধোয়াতে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

জৌনপুরী—একতালা

কে তুমি অপরাজিতা হাসিছ নীরবে বসি,
তোমায় হেরে মনে পড়ে আমার মায়ের মুখশশী ॥
মায়ের বরন মেখে অঙ্গে আনন্দে ভাসিছ রঙ্গে
খেলিছ মায়েরই সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কতই হাসি ॥
শোনরে অপরাজিতা মাকে বলিস্ আমার কথা
তাঁর পায়ে রেখে মাথা আমার প্রাণ যেন যায় তাতেই মিশি ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কাফি সিন্ধু—দাদ্রা

কেন চেয়ে আছ মুখপানে গো মা
বলনা আমারে বলনা।
আঁখি ছল ছল ছল করুণা বিভল কেন বল এত ভাবনা ॥
মিছে ধুলো খেলা খেলিয়া বেড়াই
সুখ আশে সদা কত দুখ পাই
আকুল পরাণে তুমি কি গো তাই নীরবে সহিছ বেদনা ॥
মোর তরে তব কতনা যাতনা মোর তরে আঁখি ঝরে,
কত জপ তপ কত আরাধনা কর তুমি অকাতরে।
কল্যাণি তুমি আসিয়া ভূতলে
জীব কল্যাণে কতনা সহিলে
দীন তনয়েরে কর এবে কোলে
ঘুচে যাক সব যাতনা ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

রামকেলি—কাওয়ালী

(তুমি) কে মা জাগালে আমারে
'জাগো বাছা' বলে আদরে ডাকিলে
দাঁড়ায়ে হৃদয় দুয়ারে॥
নাম সুধা দিলে শ্রবণে
মৃত্যু হতে নিলে জীবনে
শুভমতি দাও পরাণে
যেন মা ভুলিনা তোমারে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দেশ—একতালা

কে ডাকে 'আয় আয় বাছা ফিরে আয়'।
মোর তরে সদা তাঁর আঁখি ঝরে করুণায়॥
নহে ত সে দশভূজা অসিধরা করালিনী
কুটীর বাসিনী এযে চির দুখিনী ব্রাহ্মণী
তবু কেন সবে বলে ত্রিজগত জননী
'মা' বলে ডাকিয়া তাঁরে ত্রিতাপ ভুলিয়া যায়॥
যার নাম জপে হায়, পাপী তাপী তরে যায়
ভগবান নিজে যাঁর পূজিলেন রাঙা পায়॥

সে কেনরে অনিবার জপে নাম বারে বার
মোদেরে তারিতে নাকি বিরাম নাহিরে তাঁর
(তবু) স্বার্থে ভুলিয়া হায় দেখেও দেখিনা তাঁয়
তাই কিরে 'মা' আমার আঁখি জলে ভেসে যায় ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সাহানা—ঝাঁপতাল

কে তুমি করুণাময়ি নররূপ ধরি এলে।
কাঙ্গালিনী বেশে মাগো কাঙ্গালেরে কর কোলে ॥
শ্রীমুখেতে দেব হাসি ঝরিতেছে সুধারাশি
হেরি যত মুনি ঋষি নিমিষে আপনা ভুলে ॥
চরণে শরণ নিলে তরে জীব অবহেলে
সমাধি সুখেতে ভাসি' ডুবে নির্ব্বাণ সলিলে।
তাই কি ভূভার হারী রামকৃষ্ণ রূপে হরি
বোঝাতে মহিমা তব পূজিল পদযুগলে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র বেলাবল—ঝাঁপতাল

করুণা করিতে গো মা নেমে এলে করুণায়।
সহিলে কতনা জ্বালা মোদের তারিতে হায় ॥
রাজ রাজেশ্বরী তুমি সাজিয়াছ ভিখারিণী
কেমনে জানিব মাগো তুমি না জানালে তোমায় ॥

অনাথ জনে তারিতে কাঙ্গালেরে কোলে নিতে
আঁখিবারি মুছাইতে আঁখি তব ভেসে যায়।
কাতরে দিতে অভয় নিয়ে এলে বরাভয়
আর্ত এ ধরা যেন নিত্য অভয় পায়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরব—ত্রিতাল

জাগো জাগো জাগো কত আর ঘুমাইবে মাগো,
জ্যোতিরময়ী জাগ জীবনে
নিবায় আঁধার তব পুন্য কিরণে
প্রকাশ প্রকাশ মা হৃদয় গগনে
জনমে জনমে জেগে থাকো॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভৈরবী—একতালা

বিশ্ব জননী সেজে ভিখারিণী জগতে তারিতে এলে মা আবার।
আদ্যা শকতি দৈন্য মূরতি, হেরিয়ে চিনিবে হেন সাধ্যকার॥
করুণায় গড়া চিন্ময় তনু পদনখে পড়ে শত শশী ভানু;
আঁখি পঙ্কজে সতত বিরাজে মুনি মনোলোভা স্নেহের পাথার॥
ভকতের তরে দেহ মন রাখা দিবা নিশি তাই শত কাজে থাকা,
নাহিক বিরাম ভাব অবিরাম কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার॥

এত যদি মাগো করুণা এবার এ দীন সন্তানে কাঁদায়োনা আর ;
খুলে দাও দ্বার ভব কারাগার মিশে যাক প্রাণ শ্রীপদে তোমার ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আসোয়ারী—একতালা

মাতৃমন্ত্র বিতরিতে ভবে মা আজি নিজে এসেছেরে ।
হৃদয় গগনে অরুনিমা তার অমল আভায় ভরিছেরে ॥
আপনি শিখাতে আপনার পূজা,
দ্বিভূজারূপেতে এলো দশভুজা,
নিজে না জানালে মহালীলা তায়
নিজে কেবা কবে জেনেছেরে ॥
নীরবে পূজিত চরণকমল
ত্রিলোচন আজি এলো ধরাতল,
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমশতদল
ওরাঙ্গা চরণে রাজিছেরে ॥
সারদেশ্বরী জননী আমার
দেখাদিয়ে তুমি লুকায়োনা আর,
সতত যেন মা শ্রীপদ তোমার
নেহারি এমন অন্তরে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

সবারি মা হয়ে আজি কে তুমি ধরাতে এলে।
সবারি দুখেতে সদা ভাসিছ নয়ন জলে॥
দেশজাতি ভেদ নাই শ্রীপদে সবারি ঠাঁই
পাপীতাপী সবে তুমি 'বাছা' বলে কর কোলে॥
সব দেশ সব জাতি 'মা' নামে উঠিছে মতি
তোমারে করি প্রণতি সব দুখ যায় ভুলে।
'মা' নাম শিখাতে সবে 'মা' হয়ে এসেছ ভবে
মোরেও শিখাও তবে আমি যে তোমারি ছেলে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীমদ্বিবেকানন্দ সংগীত

ছায়া-খাম্বাজ—কাওয়ালী

মূর্ত্ত মহেশ্বরমুজ্জ্বল ভাস্কর মিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্
বন্দে বেদতনু মুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধম্॥
কোটি ভানুকর দীপ্ত সিংহমহো! কটিতটকৌপীনবন্তম্
অভীরভীঃ—হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ মুখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যম্
ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং
বালচন্দ্রধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্॥

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভীমপলশ্রী—তেওরা

কন্যাকুমারী মন্দিরতলে হে যতি কে তুমি শিলাসনে।
ঝর ঝর ঝরে করুনার ধারা যুগল কমল নয়নে।
নীরব সাধনে ভারত ভ্রমিয়া, কাঁদিল কি হিয়া দৈন্য হেরিয়া
বিরাম বিহীন ভাব নিশিদিন কাতরে তারিবে কেমনে।
বিবেকোজ্জ্বল বিবেকানন্দ গত সংশয় মোহবন্ধ
চিত্তে তোমার তবু কি দ্বন্দ্ব ভাবিতেছ বসি নিরজনে॥
দেবতা তুমি কি জীব দুখে গলে ব্রহ্মানন্দ হেলায় ত্যজিলে।
জীবদুখানলে আপনা দহিলে সেবা শিখাইতে ভুবনে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আড়ানা—একতালা

কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন।
কে রে শারদ-ইন্দু নিন্দিত চারু-ভুবন-মোহন-আনন॥
শ্মশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীকচিতে ভ্রম ধরনীতে, মরণ-ভীতি বারণ॥
জ্ঞান-ঘনতনু শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি ;
বিষাণ বাদনে 'অভীরভীঃ' স্বনে মোহ বন্ধন খণ্ডন॥
জড়-বিজ্ঞানকৌরবরণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবনাম্বুধি লঙ্ঘন॥

জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম ত্রিশূলধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীনা-বাদন ॥
শরণাগত চরণে তোমার 'বিবেকানন্দ' বীর-অবতার,
কিবা পরিচয়, রামকৃষ্ণময় মম মানস-রঞ্জন ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ বীণা ।
মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ জগৎ চকিতে গাহে বন্দনা ॥
ললিত ছন্দে গভীর মন্ত্রে পশিল সে তান রন্ধ্রে রন্ধ্রে
জাগিল সুপ্ত লুপ্ত গৌরব ভারতবর্ষ দীনা,।
হিমাদ্রি শিখরে জলনিধি তীরে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে দিগ দিগন্তরে
বেদান্ত মহিমা কেবল প্রচারে বর্ণিতে নারি সীমা ।
(করি) গুরুপদে মন প্রাণ সমর্পণ মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ জীব সেবাব্রত করিলে উদ্দীপনা ।

—নিরদরঞ্জন মজুমদার

আরানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবীর চীর গৈরিক ধারী ।
জয় তরুন যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী ॥

যজ্ঞাহুতির হোমশিখাসম
তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত- অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী ॥
মদগর্ব্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ-গ্লানি ॥
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি ধর্ম্মের ভেদ;
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি ॥

—নজরুল

ভজন—কাহারবা

নমি নমি বিবেকানন্দ স্বামী জনগণ মন উদ্বোধক হে,
জ্ঞান পথ বাহিয়া এলে নামি অজ্ঞান মন জ্ঞান দ্যোতকহে।
ভক্তে দিলে তুমি ভক্তির প্রাণ,
অজ্ঞানে দিলে জ্ঞান আলোক দান,
যোগী জনে দিলে তুমি যোগ অনুধ্যান,
অন্তর মলিনতা শোধক হে।
আর্ত্তের সেবা তব ছিল মহাধর্ম্ম,
ব্যথিতে ব্যথাদূর ছিল মহাকর্ম্ম;
দরদে এরা ছিল সদা তব মর্ম্ম, দীনদুঃখী জন সেবক হে।
সবার উপরে মানুষেই সত্য
দেখিলে ঈশ্বর প্রেমেতে মূর্ত্ত
মিথ্যা জগতে প্রেমই যে সত্য শাশ্বতে মন্ত্র প্রচারক হে।

ইমন-কল্যাণ—একতালা

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে 'আয় রে আয়'।
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়॥
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর নবীন তন্ত্রে।
ভোগবাদ জাত দানব নাশিতে, আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়॥
স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এসেছে জগতে শুধু হলাহল;
নিভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেম বারি সে যে এনেছে হায়॥
এস দেব এস করুনা নিধান, লহ আজি মম তনুমন প্রাণ,
কৃপা করি কর এ আশীষ দান, তব কাজে যেন জীবন যায়॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

আসোয়ারী—তেওরা

বিবেকানন্দ বিবেক-ভাস্কর উদিল ভারতে নিবারি আঁধার,
ঐ হেনব অরুন কিরণে হরষে ধরণী হাসে আবার।
কমল লোচন মুরতি মোহন
রতিপতি জিনি রূপ অনুপম।
বারেক হেরিলে হরে চিত মন
নয়ন ফিরিতে চাহে না আর।
সন্ন্যাসী তুমি বিষয়-বিরাগী
তব চোখে জল বল কার লাগি।

আপনা মুকতি সাধনা তেয়াগি
জীব দুঃখে চাল নয়ন ধার।
মাভৈঃ মাভৈঃ গরজি সঘনে
জাগালে সুপ্ত শঙ্কিত জনে
নরের মাঝারে পূজিনারায়ণে
যুগের সাধনা করিলে প্রচার।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

নিরাকার ভজন

সিন্ধুবিজয়—তেওরা

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন-কি অমৃত-রস পানে ভুলিল চরাচর ;
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম।

—জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসাদী লুম-ঝিঝিট—দাদরা

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায়না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥

যাগ যজ্ঞ তপোযোগ সকলি হয় কর্মভোগ,
কর্ম তোমার মর্ম কি পায় তুমি সকল কর্ম পারে ॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, সায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে মায়া চারি ধারে ॥
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি ; এস বস হৃদমাঝারে ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভৈরবী—তেতালা

খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে ॥
শূন্যে মহা আকাশে, মগ্ন লীলা বিলাসে,
হাসিছ খেলিছ নিতি আপন মনে, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥
তারকা-রবি-শশী খেলনা তব, হে-উদাসী।
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি ;
নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুখে অবিকার।
ভাঙ্গিছ গড়িছ ; নিতি ক্ষণে ক্ষণে নিরজনে প্রভু-নিরজনে ॥

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল

জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
নয়ন মেলিয়া দেখ করুণা নিধান, পাপতাপহারী ॥

পূরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাহারি ॥
হৃদয় কপাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মুরতি জন চিত্তহারী ;
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি ॥

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহাগ—কাওয়ালী

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই ॥
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই-নাই-ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই ॥
অন্তর-গ্লানি সংসার ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাফি-সিন্ধু—তেওরা

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে ।
ভক্তি প্রেমের ধূপটী জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে ।
পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায়, নোয়াস্ মাথা,
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে" ॥

আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস, তাঁরে করিস রাজা,
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস্, ফুলের মালা সাজা।
তবু যদি দেখা না পাস, চোখের জলে বেদন জানাস্
বলিস্ "প্রিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে॥"

—রজনীকান্ত সেন

আলাহিয়া—একতালা

দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রীতি
তুমি মঙ্গল-আলয়, তুমি মঙ্গল-আলয়॥
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ।
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ওপদে আশ্রয়॥

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আড়ানা—ঝাঁপতাল

দাও তেজ তেজোময় চিত্তে আমার
বীর্য্য অমৃত দাও, অমৃত পাথার॥
দাও দেহে নব শক্তি হৃদয়ে অচলা ভক্তি
দূর কর মোহ সুপ্তি ওহে সারাৎসার॥
দাও আলো দাও আশা দাও সঞ্জীবনী-ভাষা
দাও জ্ঞান দাও প্রাণ হে প্রাণ আধার,
দাও খুলে প্রেম আঁখি সবই শিবময় দেখি
চরণে শরণ দাও তনয়ে তোমার॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বাগেশ্রী—আড়া

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ ; নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ, অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র "আমি আমি," এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারা ও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ মনসোগোচরম্' বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

সিন্ধু—একতালা

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে ;
চন্দ্রসূর্য্য কিরণে তোমার, করুণ-নয়ন-পাত ॥
সুখ-সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি।
দুঃখ-সম্পদে পরশ পাই তোমার মঙ্গল হাত ॥
জীবনে জ্বালি অমর দীপ তব অনন্ত আশা।
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহ লহ মোর সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি।
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরটমল্লার—একতালা

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহন, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম তুই জনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে,
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

—অযোধ্যানাথ পাকরাশী

মূলতান—একতালা

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ, দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিক্ষারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, 'এস হে মম হৃদয়ে'।
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥

—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

ভৈরবী—কাহারবা

রাখ মোরে তব বাহিনীতে (প্রভু) রাখ মোরে তোমারি সাথে।
যত দিন এ দেহে প্রাণ রহিবে চলি যেন তোমারি পথে।
যত কাজ করি এ জীবনে, যাহা কিছু ভাবি এই মনে,
সবই যেন ধায় তোমা পানে, লাগে যেন তব সেবাতে ॥
অগ্নিমন্ত্র মোরে দিয়া, সঞ্জীবিত কর হিয়া
(প্রভু) তোমারি কার্য্য সাধিয়া প্রাণ যেন মিশে তোমাতে ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কানাড়া—কাওয়ালী

রাজ-রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা ভিখারী আমি, করুণা নয়নে চাও ॥
চরণে উৎসর্গ দান, কারিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ॥
কলুষ কলঙ্কে ভরা অবারিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময় ;
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়ে লও ॥

—স্বর্ণকুমারী ঘোষাল

ইমন—তেওরা

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখজালা সেই পাসরে ॥
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী ॥
যেই ভকত সেই জানে (প্রভু) তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিরাকার ভজন

শৌর্য্য দাও—
শৌর্য্য দাও বীর্য্য দাও নবীন জীবন দাও,
পরা অপরা বিদ্যা দাও দিব্য চেতন দাও।
কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভকতি দাও,
নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান গরিমা দাও।
ত্যাগেতে মতি দাও সেবাতে প্রীতি দাও।
স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভেদ বুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও।
এ নব যুগের নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বিবিধ সঙ্গীত

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য সঙ্গীত

গান্ধার—একতালা

ভারত গগণে জ্ঞান ভাস্কর কে তুমি হে চীর ধারী।
ফুল্ল আনন রাজীব লোচন মুনিগণ মনোহারী॥
বিবেক উজ্জল প্রেম ঢল ঢল বিষয় বিরাগী চিত্তকোমল।
বিগত সংশয় হত রিপু ছয় তুমি কি গো ত্রিপুরারী॥
ধর্ম্মের যবে বন্ধন দশা কর্ম্মের নাগপাশে।
অমিতবীর্য্য! জ্ঞান অসি নিয়া মুক্ত করিলে এসে॥
শুনি তব মুখে বেদ হুঙ্কার জনম মরণ ঘুচে সবাকার।
শঙ্কর! মম শঙ্কা হরণ কর মোহ অপসারি'॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীবুদ্ধদেব সঙ্গীত

ভীম পলশ্রী—একতালা

ধ্যান স্তিমিত লোচন যোগী কে তুমি বসি তরুতলে।
তপের তাপেতে শীর্ণ শরীর, শ্রীমুখেতে তবু জ্যোতি খেলে ॥
হেরি রাজটীকা ভালেতে তোমার, মনে লয় বুঝি রাজার কুমার।
প্রাসাদ কাহার করি অন্ধকার, যৌবনে যোগী সাজিলে ॥
তুমি কিহে আজি করিয়াছ পণ, "জ্ঞান লাভ কিংবা শরীর পতন,"
নেহারিয়া তব ত্যাগ অতুলন, পাষাণ হৃদয় যায় গলে ॥
ত্রিতাপ তাপিত জীবের উদ্ধার, করিতে তুমি কি আসিলে আবার,
'প্রেম-মৈত্রী' করিতে প্রচার সব সুখ আশ তেয়াগিলে।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শ্রীযীশুখৃষ্ট সঙ্গীত

কেদারা—কাওয়ালী

পান্থ নিবাস মাঝে কে হাসে এ শিশু শশী
গগন ছাড়িয়া চাঁদ ভূতলে উদয় আসি ॥
চাঁদ ওত নয় হায়, চাঁদ পড়ে তারই পায়,
ত্রিভুবন আলো করে শ্রীমুখেতে দেব হাসি ॥
সেই হাসি নিরখিয়া পুলকে পূরিল হিয়া
গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশা মসি ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ